দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 12 JUL 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

042

আগামী এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষা

৬৫০ নম্বর পেয়ে এক বিষয়ে ফেল করলেও প্রথম বিভাগে পাস

॥ শওকত আনোয়ার ॥

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কেউ মোট নম্বর কমপক্ষে ৬৫০ অথবা ৫০০ নম্বর পেয়েও কেবল একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে এবং অকৃতকার্য বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর ও পাসের নম্বরের মধ্যে ব্যবধান অনূর্ধ্ব ১০ নম্বর থাকলে তাকে প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিভাগেই উত্তীর্ণ করা হবে।

অবশ্য অকৃতকার্য বিষয়ে পাসের জন্য যে কয় নম্বরের প্রয়োজন হবে তার প্রতি এক নম্বরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর হারে কাটা যাবে। আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে পরীক্ষা ক্ষেত্রে এই নতুন পদ্ধতি চালু হচ্ছে। এ খবর উর্ধ্বতন মহল সূত্রে জানা গেছে।

আরও জানা গেছে, নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এই দুই

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রথম বিভাগে পাস

(প্রথম পৃঃ পর)

পরীক্ষায় কেউ মোট ৫০০ নম্বরের নীচে পাসের নম্বর পেয়েও কেবল একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে সেই বিষয়ে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। এক্ষেত্রে অকৃতকার্য বিষয়ে পাসের নম্বরের নীচে ১০ নম্বরের মধ্যে থাকতে হবে, এমন কোন নিয়ম থাকবে না। আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে এই কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা কেবল জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় পাস করে কেউ বিভাগ পাবে না।

এদিকে এবারের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকল হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ছিল ও নকল বন্ধের জন্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যায়নি—এই সুনির্দিষ্ট অভিযোগে সরকার মোট ৭৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রকে বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর মধ্যে ৪৭টি এসএসসি ও ২৭টি এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন, স্থানীয় প্রশাসন ও বোর্ড পরিদর্শকের রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে জানা গেছে।

উর্ধ্বতন মহল সূত্র আরও জানান, এ বছর উল্লেখিত দুই পরীক্ষায় যেসব সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা নকল সরবরাহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একই প্রমাণিত অভিযোগে দেয় সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট গবর্নিং বডিকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

সরকার শহর থেকে শহরতলী বা গ্রামে গিয়ে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার প্রবণতা বন্ধের জন্যেও ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন থেকে শিক্ষা বোর্ড ছাড়াও রেজিস্ট্রেশন স্লিপ-এর তালিকা জেলা প্রশাসনের কাছেও থাকবে। এছাড়া স্কুলে নবম শ্রেণী থেকে ও কলেজে একাদশ শ্রেণী থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের তালিকা নিয়মিত ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা করা হবে।

জানা গেছে, এতদিন প্রশ্নপত্র ট্রেজারীতে ও খাতা পরীক্ষা কেন্দ্রের কমিটির কাছে জমা রাখা হত। এখন থেকে খাতা ও প্রশ্নপত্র উভয়ই ট্রেজারীতে জমা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষার হলে পরিদর্শক হিসাবে শিক্ষকের সঙ্গে সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত কর্মকর্তাদেরও নিয়োগ করা যাবে।